দৈনিক বাংলা

252

তারিখ ১৮/১/৮২

123

ভর্তি ফারম

কেনার

খেসারত

গত ২৩শে ডিসেম ব্র ১৯৮১ তারিখের 'দৈনিক বাং লায়' কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থে কে প্রকাশিত ছাত্র ভর্তি বিজ্ঞপ্তি অন যায়ী সেদিন ২৮-১২-৮১ বগুড়া প বালী ব্যাংক প্রধান শাখায় গিয়েছিল ম ভর্তি ফরম (স্নাতক) কিনতে। প্র ত্যক অনুবন্দের ১টি করে আমার মো ৬টি ফরমের দরকার। আমার প্রয়ো জন অনুযায়ী ছয়টি ভর্তি ফরম ও এ কটি বিবরণপত্র চাইলাম। যিনি ফরম বিক্রি করছেন তিনি ছয়টি ভর্তি ফ রম ও একটি বিবরণপত্র আমাদে দিয়ে মূল্য হিসাবে ৬০ (ষাট) টাকা দাবী করলেন। বিজ্ঞপ্তি অন যায়ী ৬টি ফরমের মূল্য প্রতিটি ৮ টাকা হিসাবে ৪৮ টাকা ও ১টি বিবরণপত্রের মূল্য ২ টাকাসহ মোট ৫০ টাকা হয়। সে জন্যে তাকে আ মি ৫০ টাকা দিতে চাইলাম। তিনি (ফরম বিক্রেতা) পঞ্চাশ টাকা নিতে এবং ঐ দামে ফরম দিতে অস্বীকার জানালেন। উপরন্ত, ফরমের আ তিরিক্ত মূল্য নেওয়ার কারণ জান তে চাওয়ায় ব্যাংকের উক্ত কক্ষের জনৈক অফিসারের নিকট থেকে আ মাকে পেতে হয়েছে অসৌজন্যমূলক ব্যবহার যা কোন ব্যাংক কর্মচারীর নিকট থেকে আমাদের প্রত্যা শা নয়। সময়, কম এবং মরম নিঃস ংহ গিয়েও ফরম নিয়ে আসা সম্ভব নয় বলে বাধ্য হয়েই ৬০ (ষাট) টাকা দিয়ে ফরমগুলো কিনলাম। এখন স্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগে আসলে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞপ্তিই ঠিক না বগুড়া পূবালী ব্যাংক প্রধান শাখা কর্তৃপক্ষ ফরমের যে মূল্য নিচ্ছেন, তাই ঠিক? যদি বিজ্ঞপ্তিকে আমরা সঠিক বলে ধরি, তবে আমরা প্রত্যেকেই অতিরিক্ত মূল্যে ব্যাং ক কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে ফরম কিনে ছি এবং অতিরিক্ত মূল্য নেওয়ার কারণ জানতে চাইলে সঠিক জবাব তো পাচ্ছিই না, পাচ্ছি অসৌজন্য মূলক আচরণ বা দুর্ব্যবহার।

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার এবং সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের

জনমত

কাছে আমার সানবন্ধ অনুরোধ, তাঁরা যেন ফরমের অতিরিক্ত মূল্য নেয়ার ব্যাপারটার অবিলম্বে তদন্ত ও যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন এবং ভর্তি ইচ্ছুক ছাত্রদের স্বার্থে ভর্তি ফরমের প্রকৃত মূল্যটা জানিয়ে এরকম অপ্রীতিকর পরিস্থিতির হাত থেকে রেহাই দেন। সেই সঙ্গে পূবালী ব্যাংকের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকটও আমাদের আবেদন, তাঁরা যেন ঘটনাটি তদন্ত করেন এবং যাতে ভবিষ্যতে ব্যাংকে গিয়ে কোন ছাত্র বা ব্যক্তি এরূপ অসৌজন্যমূলক আচরণের সম্মুখীন আর না হন, সে দিকে দৃষ্টি রাখবেন।

জাহিন এ বিদ্যুৎ
বগুড়া।